

I



SEVEN CARDS, ONE DECK

JESUS OF NAZARETH

I



যিশু — বিনামূল্যে দেওয়ার শক্তি

SEMANTIC REALITY 2026 · FOUNDATIONS 16

পৃথিবীর প্রতিটি শক্তি কিছু না কিছু চায়। একটা ভোট। একটা কেনাকাটা। একটা সহ। একটা আনুগত্য। একটা স্বার্থ। এমনকি ভালোবাসাও, একবার প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকলে, আগে বা পরে বিল পেশ করে।

তারপর আছে এক অস্বাভাবিক শক্তি, যা বিনিময়ের যুক্তি থেকে পালিয়ে যায়। বিনামূল্যে দেওয়া। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো শক্তি, আবার একই সঙ্গে সবচেয়ে কম বোঝা শক্তি।

যিশু শুরু ছিলেন না, কিন্তু তিনিই প্রথম বাণীর ভাষা ব্যবহার করে তাকে এমন এক ন্যারেটিভে পরিণত করেছিলেন, যা নিজের পায়ে হাঁটতে পারে। তিনি কোনো সেনাবাহিনী গড়েননি। কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেননি। কোনো মন্দির খোলেননি। কোনো এলাকা জয় করেননি। তিনি একটা গল্প তৈরি করেছিলেন।

আর যখন একটা গল্প তার কথকের চেয়েও বেশি দিন বাঁচার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন এমন কিছু জন্ম হয় যা ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলে: প্রভাব। ঠিক তখনই জন্ম নিল স্বার্থ। তাঁকে ভালোবাসার স্বার্থ নয়। তাঁকে বোঝার স্বার্থ নয়। তাঁর সঙ্গে লড়াই না করেই তাঁকে চালনা করার স্বার্থ।

একজন কথক হিসেবে আমি এই দৃশ্যটা কল্পনা করি। আলখাল্লা পরা এক মানুষ। দীর্ঘদেহী। সুদর্শন। লম্বা চুল। দাড়ি কামানো। তিনি এক কোলাহলমুখর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটেন, আর গলা না চড়িয়েও কথা বলতে পারেন। তিনি সবার সঙ্গে কথা বলেন না। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন। অল্প কথা। ঠিক কথা। এমন কথা, যা হুকুম দেয় না। এমন কথা, যা খুলে দেয়। এমন কথা, যা নীরবতার চেয়েও বেশি শব্দ করে।

এভাবেই নবীর জন্ম হয়। কেউ তাঁকে ঘোষণা করলে নয়। যখন মানুষ অন্যদের কাছে তাঁর কথা বলতে শুরু করে।

কিন্তু মন্দিরের লোকেরা লক্ষ করল যে কিছু একটা বদলাচ্ছে। উপস্থিতির সংখ্যা কমছিল। কৌতূহল সরে যাচ্ছিল। মনোযোগও। আর যে মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে-ই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

তাই তারা তাঁকে প্রাসাদে ডেকে পাঠাল। খাতায়-কলমে, তিনি কে তা বোঝার জন্য। আসলে, কীভাবে তাঁকে থামানো যায় তা বোঝার জন্য।

তিনি ফরিশীদের জোব্বা পরতেন না। পাগড়ি পরতেন না। কর্তৃত্বের কোনো চিহ্ন বহন করতেন না। আর তাঁর তো সেই লম্বা দাড়িও ছিল না, যা ছিল সেই যুগের প্রধান ফরম্যাটের পরিচয়।

জেরার সময় তারা তাঁকে আবার বেড়ার ভেতরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। তাঁকে একটা শ্রেণিতে ফেলতে। তাঁর গায়ে একটা লেবেল সাঁটতে। তাঁকে তাদের চেনা জিনিসেরই একটা ছোট সংস্করণে পরিণত করতে। কিন্তু তিনি বারবার পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

আর একটা উত্তর, সবার ওপরে, যেন তিরের মতো সময় পেরিয়ে যায়: আমার চোখের কুটোটা তুমি দেখছ কেন, অথচ নিজের চোখের কড়িকাঠটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ না?

ইঙ্গিতটা ছিল দাড়ির দিকে। কারণ প্রতিটি ক্ষমতা অন্যের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে তখনই, যখন সে আর নিজের স্ববিরোধ রক্ষা করতে পারে না। নিজের ব্যবস্থা দিয়ে তিনি মানুষকে এক নতুন সম্ভাবনা শিখিয়েছিলেন: ফরম্যাটের বাইরে বাঁচা। ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। তার বাইরে। যা অনেক বেশি বিপজ্জনক। কারণ ব্যবস্থাগুলো প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে জানে। অথচ যে মানুষ স্রেফ তাদের নিয়মে খেলা বন্ধ করে দেয়, তাকে বুঝতে তাদের কষ্ট হয়।

তারপর রাজনীতি তার পথ ধরে চলল। সে সবসময় তা-ই করেছে। সমানে সমানে লড়ে যখন তাঁকে হারাতে পারল না, তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো অস্ত্রটা ব্যবহার করল: বিয়োগ। কেড়ে নেওয়া। ছোট করা। সরল করা। জনতাকে এমন এক বাছাইয়ের সামনে দাঁড় করানো, যা আগেই করা হয়ে গেছে।

চত্বরের চুক্তিটা এল ঠিক যেভাবে প্রতিটি সুগঠিত অপারেশন আসে।
গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে। দাড়ি কামানো যিশু, নাকি দাড়িওয়ালা বারাকবাস।
স্বাধীনতা নাকি ফরম্যাট। অপ্রত্যাশিততা নাকি দলে থাকা।

খেলাটা সহজ ছিল। ফরম্যাট জিতল। প্রায় সবসময় যেমন জেতে।

কিন্তু ঠিক পরাজয়ের মুহূর্তে বিনামূল্যে দেওয়া তার আসল স্বভাব দেখাল।
কারণ প্রথাগত ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া দেখায়। বিনামূল্যে দেওয়া বোঝে। আর
তিনি এমন এক বাক্যে উত্তর দিলেন, যা কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো
সরকার, কোনো অ্যালগরিদম আজও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না:
ওদের ক্ষমা করো, কারণ ওরা এখনও জানে না ওরা কী করছে।

এটা কোনো সাফাই ছিল না। এটা ছিল এক রোগনির্ণয়।

বাকিটা করলেন তাঁর শিষ্যরা। তাঁরা একটা বই লিখলেন। অথবা হয়তো
আরও বিরল কিছু। তাঁরা এমন এক ন্যারেটিভ লিখলেন, যা হাজার হাজার
বছর টিকে থাকতে পারে। প্রতিটি ভাষায় অনূদিত। প্রতিটি সংস্কৃতি
পেরিয়ে আসা। প্রতিটি ধর্মে ব্যাখ্যাত। বিতর্কিত, ভালোবাসা পাওয়া,
বিকৃত, নতুন করে লেখা, রক্ষিত আর আক্রান্ত। আর তবু আজও
এখানে। কোনো কর্পোরেট বিভাগ কখনও তার বিতরণের সমান হতে
পারেনি। কোনো বিজ্ঞাপনের লেআউট তার স্থায়িত্বের সমান হতে
পারেনি। কোনো লোগো তার পরিচিতির সমান হতে পারেনি। কারণ পণ্য
চলে বাজারের মধ্যে দিয়ে। ন্যারেটিভ চলে মানুষের মধ্যে দিয়ে।

এই দৃশ্যে কোনো ঈশ্বরনিন্দা নেই। আছে শুধু বলার নিরঙ্কুশ অধিকার।
এমন এক অধিকার, যা তাদের বাজারের বাইরে চলে, স্বাধীন আর
নির্বিকার। আর যে একমত নয়, সে অন্য বই খুঁজে নিতে স্বাধীন, যেখানে
সে তার পছন্দমতো যে-কোনো ফরম্যাট পড়তে পারবে।

শেষ পর্যন্ত, এটাই যিশুর তাস। বলের শক্তি নয়। টাকার শক্তি নয়।
শাসনের শক্তি নয়। বিনামূল্যে দেওয়ার শক্তি। একমাত্র শক্তি, যা তার
কথক খেলার টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও ঘুরে বেড়াতে থাকে।

Ferdinando
Gillette Man ✂️